ব্রি হাইব্রিড ধান৭

হাইব্রিড ধান করলে চাষ, খাবার থাকবে বারোমাস

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি), ফ্যাক্ট শীটঃ আউশ ধানের জাত

জাত পরিচিতি

ব্রি হাইব্রিড ধান৭ রোপা আউশ মৌসুমের প্রথম হাইব্রিড ধানের জাত। এর কৌলিক সারি বিআর২১১২এইচ (BR2112H) এবং ক্রস কম্বিনেশন আইআর৭৫৬০৮এ/বিআরআরআই৩১আর (IR75608A/BRRI31R)। জাতটির মাতৃ সারি ইরি (IRRI) ও পিতৃ সারি ব্রি কর্তৃক উদ্ভাবিত। জাতটি আউশ মৌসুমে চট্টগ্রাম, রংপুর ও খুলনা অঞ্চলে চাষাবাদের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ড ২০২০ সালে ব্রি হাইব্রিড ধান৭ হিসাবে ছাড়করণ করেন।

জাতের বৈশিষ্ট্য

- পূর্ণ বয়স্ক গাছের গড় উচ্চতা ১০১-১০৫ সেমি।
- স্বাভাবিক অবস্থায় গাছ প্রতি গুচ্ছির সংখ্যা ১২-১৫টি।
- কান্ড শক্ত বিধায় ঢলে পড়ার সম্ভাবনা নেই।
- ধানের আকৃতি সরু, লম্বা ও ভাত ঝরঝরে।
- বোরো মৌসুমে বীজ উৎপাদনের সক্ষমতা ১.৫-১.৮ টন/হেক্টর।
- ১০০০ টি পুষ্ট ধানের ওজন প্রায় ২১.৫ গ্রাম।
- চালে অ্যামাইলোজ ২৩% এবং প্রোটিন ১০.৩%।

ব্রি হাইব্রিড ধান৭

এ জাতের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা

ব্রি হাইব্রিড ধান৭ রোপা আউশ মৌসুমের প্রচলিত অন্যান্য জাতের চেয়ে অধিক ফলনশীল।

জীবনকাল

এ জাতের জীবন কাল ১০৫-১১০ দিন।

ফলন

গড় ফলন ৬.৫-৭.০ টন/হেক্টর।

চাষাবাদ পদ্ধতি

১. বীজ তলায় বীজ বপন ঃ বীজ বপনের উপযুক্ত সময় হলো ১৮ এপ্রিল থেকে ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত অর্থাৎ ০৫ বৈশাখ থেকে ১৭ বৈশাখ। রোপা আউশ মৌসুমে আবহাওয়া উষ্ণ থাকে বিধায় জাগ দেয়ার প্রয়োজন হয় না। সরাসরি বীজতলায় বীজ ফেলা হয়।

২. চারার বয়সঃ ২৫-৩০ দিন।

৩. রোপণ দুরত্বঃ ২০ সেমি × ১৫ সেমি ব্যবধানে রোপণ করতে হবে।

৪. চারার সংখ্যাঃ প্রতি গোছায় ১-২টি করে।

৫. সার ব্যবস্থাপনা (কেজি/বিঘা)ঃ সারের মাত্রা অন্যান্য উফশী জাতের মতই।

৫.১ ইউরিয়া	টিএসপি	এমপি	জিপসাম	দস্তা সার (জিংক সালফেট)
২২	৮	১২	৮	১.০

৫.২ সর্বশেষ জমি চাষের সময় এক তৃতীয়াংশ ইউরিয়া, সবটুকু টিএসপি, অর্ধেক এমপি, জিপসাম এবং জিংক প্রয়োগ করা উচিত। অবশিষ্ট দুই তৃতীয়াংশ ইউরিয়া সার সমান দুই কিস্তিতে ভাগ করে রোপনের ১৫-২০ দিন পর ১ম কিস্তি, ৩০-৩৫ দিন পর ২য় কিস্তি উপরিপ্রয়োগ করতে হবে। বাকী অর্ধেক এমপি ২য় কিস্তি ইউরিয়ার সাথে উপরিপ্রয়োগ করতে হবে।

৬. আগাছা দমন ঃ রোপনের পর অন্তত ৩০-৪০ দিন পর্যন্ত জমি আগাছা মুক্ত রাখতে হবে। আগাছা দমনে আগাছানাশক ব্যবহার করলে অনুমোদিত আগাছানাশক সঠিক মাত্রায় প্রয়োগ করতে হবে।

৭. সেচ ব্যবস্থাপনা ঃ সার উপরি প্রয়োগের পূর্বে জমি ১-২ বার শুকিয়ে সেচ দিতে পারলে অধিক কুশি পাওয়া সম্ভব। পরিমিত সেচ ব্যবহার করে এবং থোড় অবস্থা থেকে দুধ অবস্থা পর্যন্ত জমিতে প্রয়োজনীয় পানির ব্যবস্থা রাখতে হবে।

৮. রোগ বালাই ও পোকামাকড় দমন ঃ ব্রি হাইব্রিড ধান৭ এ রোগ বালাই ও পোকার আক্রমন প্রচলিত জাতের চেয়ে অনেক কম। সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পোকার দমন সম্ভব। তবে সুষম মাত্রায় সার ব্যবহার করে পাতা পোড়া, সীথ রট ও ব্লাস্ট রোগের প্রকোপ অনেকটাই কমানো সম্ভব। ঝড়-বৃষ্টির পর পরই ইউরিয়া সারের উপরি প্রয়োগ বন্ধ করতে হবে।

৯. ফসল কাটা ঃ ধান কাটার উপযুক্ত সময় হলো ৩০ শ্রাবণ থেকে ২০ ভাদ্র পর্যন্ত অর্থাৎ ১৪ আগষ্ট থেকে ৮ সেপ্টেম্বর। শীষের অগ্রভাগের শতকরা ৮০ ভাগ ধান সোনালী রং ধারণ করলে ধান কাটা শুরু করতে হবে। অধিক পাকা ধান কাটলে ধান ঝরে পড়ে ও শীষ ভেঙ্গে যায়, এতে ফলনও কমে যায়।

বি.দ্রঃ হাইব্রিড ধানের বীজ পরবর্তী মৌসুমে বীজ হিসাবে ব্যবহার করা যাবে না।

আরো তথ্যের জন্য ঃ
পরিচালক (গবেষণা), ব্রি, গাজীপুর-১৭০১ ই-মেইলঃ dr@brri.gov.bd